# PHILOSOPHY STUDY MATERIALS

Semester – III (PHIG – General)

Soumen Pal

Mobile no. – 7980601891

Scanned By SelfScan

সহজাত ধারণা বলতে কী বোঝ? লক সহজাত ধারণাবাদ খণ্ডন করার জন্য যে সকল যুক্তি দিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করো। লকের বক্তব্য কতদূর গ্রহণযোগ্য তা বিচার করো।

তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের উপর এই খণ্ডন প্রচেষ্টার কী প্রভাব পড়ে?

4+8+4

⇒ প্রাচীন কাল থেকে অনেক বুদ্ধিবাদী দার্শনিক মনে করতেন যে, ইন্দ্রিয়ানুভবের পূর্ব থেকে আমাদের মনে কতগুলি মৌলিক আদিম ধারণা বর্তমান থাকে। তাঁদের মতে এই সব ধারণাগুলি নির্ভুল এবং তা ব্যক্তি ভেদে পরিবর্তিত কিংবা দেশ ভেদে কিংবা কাল ভেদে পরিবর্তিত হয় না। এইসব ধারণাগুলিকে সহজাত ধারণা বলা হয়। প্রাচীন বুদ্ধিবাদীগণের অনেকের মতে সহজাত ধারণা বলতে সেই সকল ধারণাকে বোঝায় যা জন্ম থেকেই মানুষের মনে বর্তমান থাকে। তাঁরা সহজাত কথাটিকে জন্মগত অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন— অসীমতার ধারণা, নিত্যতার ধারণা, পূর্ণতার ধারণা, ঈশ্বরের ধারণা — এগুলি হল সহজাত ধারণা। এই সকল ধারণাগুলি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লাভ করা যায় না, কিংবা কোনো অপূর্ণ জীবের পক্ষে এই সকল ধারণা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বুদ্ধিবাদীগণ অনেকের মতে মনে করতেন স্বয়ং ঈশ্বর জন্মের সময়েই মানুষের মনে এই ধারণাগুলি দিয়ে থাকে।

আধুনিক বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্তের বক্তব্যের মধ্যেও সহজাত ধারণার বিষয়টি পাওয়া যায়। তবে দেকার্ত সহজাত ধারণাকে জন্মগত ধারণা হিসাবে গ্রহণ করেননি। তাঁর মতে যে সব ধারণা স্পষ্ট, বিবিক্ত, এবং স্ব-প্রমানিত (self evidence) সেগুলিকে সহজাত ধারণা বলা হয়। দেকার্তের মতে এই ধারণাগুলি স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বতঃপ্রকাশ। সুতরাং সহজাত ধারণা বলতে বোঝায় সেই সকল ধারণাকে যা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ছাড়াই প্রমানিত হয় এবং যা কেবল বুদ্ধিগম্য, কেননা কেবল বুদ্ধির স্বাভাবিক আলোকেই এই ধারণাগুলিকে সত্য বলে জানা যায়, এবং এই সব ধারণা গঠন করার দিকে মনের একপ্রকার স্বাভাবিক

Scanned By SelfScan

# জন লক হলেন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক, তাঁর মতে আমাদের সকল প্রকার জ্ঞানের উৎস হল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, তিনি তাঁর মতটিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগনের সহজাত ধারনাবাদকে খন্ডন করেন। বুদ্ধিবাদীদের মতে সহজাত ধারনাগুলির মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়, সহজাত ধারনাগুলিকে স্পষ্ট ও স্বচ্ছলভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি, তাই এগুলি সবচেয়ে সত্য এবং নিশ্চিত। লক জ্ঞান সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাবাদকে সু প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সহজাত ধারনাবাদ খন্ডন করেন।

প্রকৃতপক্ষে লক সহজাত ধারনাবাদ সংক্রান্ত মতবাদকে খন্ডন করে সাধারনভাবেই বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগনের বুদ্ধিবাদকে খন্ডন করতে প্রয়াসী হন। তবে লক কোনো বিশেষ দার্শনিকের বক্তব্যের বিরুদ্ধে সহজাত খন্ডনবাদকে উল্লেখ করেন নি, বস্তুত তিনি সাধারনভাবেই সকল প্রকার সহজাত ধারনার সমর্থক দার্শনিকগনের বিরুদ্ধে সহজাত খন্ডনবাদ গঠন করেন, লক মনে করেন আমাদের মনে ~~সহজাত~~ কোনো সহজাত ধারনা বা কোনো সহজাত নিয়মের অস্তিত্ব নেই, সহজাত ধারনা সম্পর্কিত মতবাদটি খন্ডন করার জন্য লক তাঁর "An Essay Concerning Human Understanding" ____ নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম খন্ডে বহু যুক্তি প্রদর্শন করেন। তাঁর প্রধান যুক্তিগুলি নিম্নরূপ ____

প্রথমত, ~~কোনো দার্শনিক দার্শনিক~~ কোনো কোনো দার্শনিক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে মানুষের মনে প্রথম থেকেই কতগুলি সহজাত ধারনা বা সহজাত নিয়মের অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু লকের মতে এই ধারনা ভ্রান্ত বলে প্রমানিত হয়, যখন কোনো দেখা যায় মানুষ তার স্বাভাবিক বৃত্তির মাধ্যমে সকল রকম জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ লক মনে করেন কোনো সহজাত নিয়ম বা ধারনার সাহায্য ছাড়াই মানুষ সার্বিক জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম, তাই লক সিদ্ধান্ত করেন যে, সহজাত ধারনার বা নীতির অস্তিত্ব না মেনেও যদি জ্ঞানের যথার্থ ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে সহজাত ধারনা বা নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন

Scanned By SelfScan

দ্বিতীয়ত, সহজাত ধারণার পক্ষে সমর্থক বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণের প্রধান যুক্তি হল এই ধরনের ধারণাগুলি সর্বজনে স্বীকৃত, কিন্তু লক বলেন যে, কোনো একটি ধারণা সর্বজনে স্বীকৃত হলে এটা অনিবার্যভাবে প্রমাণিত হয় না যে, ওই ধারণাটি সহজাত। যেমন— যদি স্বীকার করেও নেওয়া যায় যে, প্রত্যেক মানুষই ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তবে এক্ষেত্রেও কখনই বলা যায় না যে, ঈশ্বরের ধারণা সহজাত। কেননা, এমন হতে পারে জগতের মধ্যে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা উদ্দেশ্যবাদের দ্যোতক, আর এই উদ্দেশ্যবাদকে ব্যাখ্যা করার জন্যই প্রত্যেকেই উদ্দেশ্যসাধনে প্রয়াসী একটি মন বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছেন। সুতরাং যদিও মেনেও নেওয়া যায় যে, প্রত্যেক আস্তিক তবু তা প্রমাণিত হয় না যে ঈশ্বরের ধারণা সহজাত কারণ প্রত্যেক মানুষ জগতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে এবং তাদের বুদ্ধির প্রয়োগের দ্বারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য প্রভাবিত হতে পারেন।

তৃতীয়ত, তদুপরি লক মনে করেন না যে, এমন কোনো ধারণা আছে যা সর্বজনে স্বীকৃত। তাঁর মতে চিন্তার জগতে ও ধরনের কোনো নিয়ম নেই। কারণ তাদাত্ম্যের নিয়ম (Law of Identity) বিরোধবাধকের নিয়ম (Law of Contradiction) ইত্যাদি যে নিয়মগুলিকে বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ সর্বজনে স্বীকৃত বলে দাবি করেন প্রকৃতপক্ষে এগুলি সর্বজনে স্বীকৃত নয়। কেননা, শিশু, নির্বোধ, অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মনে এধরনের নিয়মগুলি সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই। এছাড়া ব্যবহারিক জগতেও সর্বজনে স্বীকৃত কোনো ধারণা আছে স্বীকার করা যায় না, ঈশ্বরের ধারণা, নৈতিকতার ধারণা ইত্যাদিকেও সর্বজনে স্বীকৃত বলা যায় না, কেননা এগুলি সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে বা বলা হচ্ছে মতানৈক্য দেখা যায়। যেমন— কেউ কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, আবার কেউ কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাদের কেউ এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী আবার কেউ বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী। কিন্তু যদি এ ধরনের ধারণাগুলি সহজাত হয় তবে তা প্রত্যেকের মনে একইভাবে উপস্থিত থাকত, কিন্তু বস্তুত তা থাকে না, এ থেকে প্রমাণিত

Scanned By SelfScan

হয় যে, সহজাত ধারনা বলতে কিছু নেই,

<u>চতুর্থত</u>, যদি সহজাত ধারনা বলে প্রকৃতই কিছু থাকত, তবে আমাদের শৈশব থেকেই প্রত্যেক আমরা ঐসব ধারনাগুলির সম্পর্কে সচেতন হতাম, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখি যে, কোনো একটি শিশু যদিও জানে না 'বিরোধবাধকের নিয়ম' তথাপি সে জানে — 'মিষ্টি জিনিস তেতো হয় না', বা 'কুকুর বাঘ নয়', তাই লকের মতে আমরা প্রথমেই কতগুলি সংবেদনের সঙ্গে পরিচিত হই, তার পর এর তাদের ভিত্তিতে কতগুলি সামান্য ধারনা বা নিয়ম রচনা করে থাকি, যদি এই নিয়মগুলি প্রকৃতই সহজাত হত তবে ঐগুলি প্রথমেই আমাদের চেতনায় আবির্ভূত হত, যেহেতু বাস্তবে সেরকম হয় না, তাই এর থেকে প্রমানিত হয় যে, সহজাত ধারনা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই,

<u>পঞ্চমত</u>, সহজাত ধারনার সমর্থনকারীরা অনেক সময় বলে থাকেন যে, সহজাত ধারনাগুলি শিশুর মনে প্রথম থেকেই উপস্থিত থাকে, তবে এ সম্পর্কে তারা প্রথমেই সচেতন হয় না, লকের মতে সহজাত ধারনাবাদীদের এই যুক্তিটি আত্মবিরোধীতার দোষে দুষ্ট, কেননা তিনি মনে করেন- "To be in the mind is same thing as to be known" — অর্থাৎ কোনো কিছু মনে থাকলে মন অবশ্যই তা জানতে পারবে, তাই মনে কোনো ধারনা আছে, অথচ মন সে সম্পর্কে সচেতন নয় — এই বক্তব্য আত্মবিরোধী,

<u>ষষ্ঠত</u>, বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগন সহজাত ধারনার পক্ষে কখনও কখনও বলে থাকেন যে, ধারনাগুলি মনের মধ্যে আগে থেকেই সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে, কিন্তু যখন শিশুর বুদ্ধি পরিনত হয় তখনই সে সহজাত ধারনাগুলিকে জানতে পারে, তাদের এই যুক্তির উত্তরে লক বলেন যে, যদি বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের বক্তব্য সত্য হয় তাহলে সব ধারনাই 'সহজাত', এই বক্তব্য মেনে নিতে হবে, কারন সবশেষে বিশ্লেষন এ গিয়ে দেখা যাবে যে আমাদের প্রতিটি ধারনাই বুদ্ধি বা মনের দ্বারা আবিষ্কৃত, কিন্তু

Scanned By SelfScan

লক মনে করেন যে না যে, কোনো বিশুদ্ধ মনের দ্বারা আবিষ্কৃত হলেও তা সহজাত হবে, তাই তিনি 'Essay' গ্রন্থে স্পষ্টতই বলেছেন যে, "If reason discovered them, that would not prove them Innat" কেননা তিনি মনে করেন আমাদের যুক্তিবৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি পূর্বজাত নীতি বা সূত্র যেকোনো অজ্ঞাত সত্যকে নিঃসৃত করে। সুতরাং বুদ্ধি বা যুক্তির দ্বারা কোনো ধারণার আবিষ্কৃত হলেও সেগুলি সহজাত বলে প্রমাণিত হয় না।

<u>সমস্তমত</u>, পরিশেষে লক মনে করেন যে কোনো প্রায়োগিক নীতি বা নৈতিক নীতি যেগুলি আমরা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে থাকি, সেগুলির কোনোটিই সহজাত নয়, কেননা "What is, is", "It is impossible for the same thing to be and not to be". — এই নীতিগুলি সম্বন্ধে সর্বজনীন স্বীকৃতি নেই, কেননা শিশু বা নির্বোধ বা এমন অনেক অশিক্ষিত লোক আছে যারা এই নীতিগুলি সম্বন্ধে অবহিত নন, তাছাড়া নৈতিক নিয়মগুলি সবদেশে সবকালেই সকলের দ্বারা একইভাবে স্বীকৃত হয় না, আবার নৈতিক নিয়মগুলি বহুক্ষেত্রে প্রমাণের দ্বারা বা যথাযোগ্য ব্যাখ্যার দ্বারা সমর্থিত হয় মাত্র, তাই লক 'Essay' গ্রন্থে স্পষ্টত বলেছেন যে "Moral rules and need a proof, ergo, not innat"

একইভাবে বিভিন্ন যুক্তির ভিত্তিতে দার্শনিক লক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কী চিন্তার জগতে কী ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সহজাত ধারণা বলে কিছু নেই, জন্মক্ষণে মানুষের মন থাকে সাদা বা অলিখিত কাগজের মতো, 'Tabularasa' যার উপর অভিজ্ঞতাই প্রথম জ্ঞানের ধারণা লিপিবদ্ধ করে, তাই লক কখনও কখনও মনকে অন্ধকার কক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছেন, এবং বলেছেন যে এইরূপ কক্ষে প্রথম জ্ঞানের আলো প্রবেশ করে, সংবেদন ও অনুদর্শন এই দুইটি জানালার মধ্য দিয়ে। সুতরাং সহজাত ধারণাতত্ত্ব খণ্ডন করে লক এই বক্তব্যে উপনীত হন যে, "There is nothing in the intellect which was not previouly in the senses"

Scanned By SelfScan

# সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের আলোকে অভিজ্ঞতাবাদ খণ্ডন: অভিজ্ঞতাবাদী যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করলে লকের মতামতের উপর নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি উল্লেখযোগ্য মনে হয়।

**প্রথমত**, লক তাঁর একটি যুক্তিতে এইরূপ মত প্রকাশ করেছেন যে, "To be in the mind is the same thing as to be known". কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা প্রত্যেক ব্যক্তি প্রমাণ করেন যে, মনের চেতন স্তর ছাড়া রয়েছে — প্রাক্‌চেতন স্তর ও নির্জ্ঞান স্তর। তাই একথা বলা যায় না যে, যা মনের চেতন স্তরে নেই, তা অস্তিত্বশীল নয়, কেননা প্রাক চেতন স্তর বা নির্জ্ঞান স্তরে তা থাকতে পারে।

**দ্বিতীয়ত**, কান্ট তাঁর দর্শনে যথার্থই বলেন যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য থাকে, সার্বিকতা ও নতুনত্ব। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা আমাদের নতুনত্ব দিতে পারে কিন্তু সার্বিকতা দিতে পারে না। কারণ একই বস্তু বিভিন্ন ব্যক্তি একই সময়ে বিভিন্ন ভাবে এবং একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে জানতে পারে।

**তৃতীয়ত**, পরিশেষে বলা যায়, লক গাণিতিক জ্ঞানের পূর্বতঃসিদ্ধ (A-priori) বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারেননি, কারণ সার্বিকতা ও আবশ্যিকতা গাণিতিক জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান যেহেতু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতে পারে সেহেতু ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার দ্বারা পূর্বতঃসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায় না, তাই একথা স্বীকার করতে হয় যে, অভিজ্ঞতা ছাড়াও জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে বুদ্ধি বা reason-এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। সেদিক দিয়ে লাইবনিজ যথার্থই বলেন যে, "There is nothing in the intellect which was not previously in the senses, except the intellect itself".